FEED THE FUTURE
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative

ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি

বাগদা চিংড়ির রোগ-বালাই ও প্রতিকার এবং তথ্য সংরক্ষণ-৪

বাগদা চিংড়ির রোগ-বালাই ও প্রতিকার

রোগ হচ্ছে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা যা নির্দিষ্ট উপসর্গে এর লক্ষণ প্রকাশ করে। যে কারণে চিংড়ি রোগে আক্রান্ত হয় -

১. ক্ষতিকর জীবাণু
২. খাদ্যের অভাব
৩. প্রতিকূল পরিবেশগত পিড়ন বা চাপ
৪. বাহ্যিক আঘাত
৫. বংশগত

হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV)

লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

- চিংড়ির খোলসে বিশেষ করে মাথার অংশে এবং লেজের অংশে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়
- আক্রান্ত চিংড়ি গোলাপি বা লালচে বাদামি রং ধারণ করে
- চিংড়ি পুকুরে পাড়ের কাছাকাছি জড়ো হতে থাকে
- দ্রুত খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা কমে যায়
- আক্রান্ত চিংড়ি ৩-৪ দিনের মধ্যে মারা যায়

অ্যাকিউট হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক নেক্রোসিস ডিজিজ (APHND)

লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

- হেপাটোপ্যানক্রিয়াস ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষয় বা সংকোচিত হয়ে যায়
- খাদ্যনালীতে খাদ্যবস্তু দেখা যায় না
- মাঝে মধ্যে হেপাটোপ্যানক্রিয়াসে কালো দাগ বা আঁকাবাঁকা ডোরা দাগ দেখা যায়
- মৃতপ্রায় চিংড়ি ক্রমাগত ডুবে ও ভেসে এক পর্যায়ে পুকুরের তলদেশে জমা হয়

সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- পুকুরের তলা পরিষ্কারের মাধ্যমে পানির গুণগতমান নিশ্চিত করা
- উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা
- ঘেরের পানি জীবাণুমুক্ত করে উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা
- SPF অথবা PCR পরীক্ষিত পোনা সঠিক ঘনত্বে মজুদ করা
- নিয়মিত নির্দেশিত মাত্রায় ভাল মানের খাদ্য প্রয়োগ করা

তথ্য সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় হিসাব অনুশীলন

বাগদা চিংড়ি চাষে লাভ-লোকসান অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলো হচ্ছে-

- চাষীর অভিজ্ঞতা ও পূর্ব পরিকল্পনা
- গুণগত মান সম্পন্ন উপকরণ বিশেষ করে পোনা, খাবার ইত্যাদি
- উপকরণের মূল্য ও সহজলভ্যতা
- চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল
- বাজারমূল্য ও বাজারজাতকরণ সুবিধা
- আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত অবস্থা

মোট জীব ভর নির্ণয়

পুকুরে কী পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে তা ঘেরের মোট জীব ভর বা কী পরিমাণ চিংড়ি আছে তার উপর নির্ভর করবে। মোট জীব ভর নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে হিসাব করা যায়।

মোট জীবভর = **W x N x S**

এখানে,

W = নির্দিষ্ট সময়ে চিংড়ির গড় ওজন (গ্রাম)
N = মজুদকৃত মাছের সংখ্যা
S = চিংড়ির বেঁচে থাকার হার (%)

বাগদা চিংড়ি/জুভেনাইল মজুদ পরবর্তী করণীয়

- ঘেরের প্রয়োজনে পানিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন
- চিংড়ির জুভেনাইল মজুদের ২০-২৫ দিন পর পর প্রয়োজনে শতাংশে ২০০-২৫০ গ্রাম ডলোমাইট লাইম প্রয়োগ করুন

- চিংড়ি জুভেনাইল মজুদের ১৫ দিন পর পর প্রি-বায়োটিক প্রয়োগ করুন
- ঘেরে নিয়মিত মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করুন
- ঘেরে অধিক কাটা শ্যাওলা থাকলে তা তুলে ফেলুন
- ঘের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তলদেশ গ্যাসমুক্ত রাখুন

- চিংড়ি চাষে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার দ্রবীভূত অক্সিজেন > ৫ মি:গ্রা:/লি: বজায় রাখুন
- প্রো-বায়োটিক (১৫০ গ্রাম/একর) কমপক্ষে মাসে ১ বার প্রয়োগ করুন

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish
CGIAR